REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪র্থ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১১ই পৌষ বুধবার ১৩২৪, ইংরাজী 26th December 1917. | ৩০শ সংখ্যা

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

কেশরঞ্জন তৈল

মনে রাখিবেন—কেশরঞ্জন আপনারই জন্য!

(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনসংযোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মনে রাখিবেন, কেশরঞ্জনই তাহার প্রতিকার করিবে।

(২) আপনি যদি পাঠার্থী বা পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হয়, যদি এমন আপনার দিবারাত্র মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, নিত্য কেশরঞ্জন মাখিয়া স্নান করিবেন।

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশমূল শিথিল হইতেছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে টাক পড়িবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সর্ব্বদা হিসাবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যদি দিন রাত অঙ্কপাতের জন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মাথা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৫) যদি পুজার সময় প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনকে সামান্য উপহারে তুষ্ট করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করিয়া দিন। কেশরঞ্জনের পারিজাত গন্ধে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

এক শিশির মূল্য	...	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি ...	।৵০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	...	২॥০ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি ...	॥৵০ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন ?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কিনা করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাত্রই ভাবিতে হইবে! দিনরাত্রই রোগ চিন্তায় নিজেকে হইতে হইবে! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কেন! সত্য বটে উপদংশ অতি লজ্জাকর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের অমৃতবল্লী-কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অতবড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন জনিত সর্ব্ববিধ ক্ষত মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য	...	১॥০ দেড় টাকা, ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ৷৵০ এগার আনা।
একত্রে তিন শিশির মূল্য	...	৩৸০ তিন টাকা বার আনা;
ডাক-মাশুল ও প্যাকিং	...	১৸০ এক টাকা বার আনা।
এক ডজন (১২ শিশি)	...	১৫৲ পনর টাকা; ডাক-মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৩ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হওয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ সূক্ষ্ম খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনা, এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস,—পি, এইচ, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, সুরর এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এম, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারয়ী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২॥০; ছোট শিশি ১৷০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা।

এন, গাঙ্গুলীর কৃত

ব্লু-ব্ল্যাক কালির বড়ি।

প্রতি বড়ি ৫ পয়সা, ১০০ শত ॥৵০, ২০০ শত ১৵০, ৫০০ শত ২॥৵০, ১০০০ হাজার ৪॥০ টাকা। নমুনার জন্য /০ আনার ডাক টিকিট পাঠান।

জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস,
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১১ই পৌষ বুধবার, ১৩২৪ সাল।

জঙ্গিপুর মহকুমার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র।

—০—

ম্যাট্রিকুলেশন—জঙ্গিপুর হাই স্কুলের আবদুল্লা খাঁ ৫৲ হিসাবে মহশীন বৃত্তি পাইবে।

মধ্য ছাত্রবৃত্তি—গোবিন্দপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্র সা মহম্মদ বিশ্বাস ৪৲ হিসাবে বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

উচ্চপ্রাথমিক···বেনিয়া গ্রাম উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মাসিক ৩৲ হিসাবে বৃত্তি পাইবে।

ব্যাঘ্র শিকার।

খাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ননীপদ সাহা মহাশয় কয়েক দিবস হইল মাদাপুরের জঙ্গলে বন্দুকের গুলিতে দুইটী বাঘ্র শিকার করিয়াছেন। ব্যাঘ্র দুইটীর মধ্যে একটী ৪ হাত ও অপরটি প্রায় ৩ হাত লম্বা ছিল। ননী বাবুর শিকার কৌশল প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। আমাদের রঘুনাথগঞ্জের বাঘটী কি মারা পড়িবে না?

সৎকর্ম্ম।

পাকুড়ের অন্তর্গত গগনপাহাড়ী গ্রামের মৃত ঈশ্বরচন্দ্র সাহার বিধবা পত্নী অন্নপূর্ণা দাসী রোগ শয্যায় শায়িতা হইয়া স্বামী কৃত উইল প্রদত্ত সম্পত্তি গত ১০ই পৌষ তাঁহার ৬ কন্যাকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা ব্যয়ে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার উপর শিব মন্দির স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থাপিত শিবের দৈনিক পূজার জন্য ১০ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ও ২৫/ বিঘা মালের জমি দান করিয়াছেন। তাঁহার ছয় জামাতা ও ধুলিয়ানের ডাক্তার বাবু বসন্ত কুমার সরকার ও ধূলিয়ান মিউনিসিপালিটীর ওভারসিয়ার বাবু কালিদাস দাসের উপর উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। ভারপ্রাপ্ত মহোদয়গণ অচিরে এই কার্য্য সম্পাদন করিবেন আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

গত ৭ই পৌষ বীরভুম জেলার আমোদপুরে এই উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে কয়েক জন সেবক সহ শ্রীমদ স্বামী যোগবিনোদ মহোদয় আগমন করিয়াছিলেন। উৎসব ক্ষেত্রে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন গান হইয়াছিল। বৈকাল হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র দরিদ্রনারায়ণ খেচুড়ান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। এই মহৎ কার্য্যে আমোদপুরের স্থানীয় জনসাধারণ অকৃত্রিম অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র মহাশয় এই উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারই ব্যয়েই এই জনহিতকর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বি পূর্ব্বক বহ্ ধাতু ঘঞ্।

জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতে শ্রীমতী সুবাসিনী দেবী বনাম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (ওরফে জটু বাবু) একটি খোরপোষের মামলা চলিতেছিল। বাদিনী তাঁহার স্বামী জটু বাবুর নিকট তাঁহার এবং তাঁহার গর্ভজাত বালিকা কন্যার অন্নবস্ত্রের প্রার্থী হইয়া আদালতের শরণাপন্ন হন। জটু বাবু পত্নীকে ব্যাভিচারিণী ও কন্যাটীকে তাঁহার ঔরসজাতা নহে বলিয়া জবাব দেন। জঙ্গিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সাক্ষ্য-প্রমাণাদি লইয়া গত শনিবার এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সুবাসিনী দেবী মাসিক ৮৲ ও কন্যাটী মাসিক ৭৲ হিসাবে খরচ পাইবেন। এবং মোকদ্দমার খরচাও বাদিনী ডিক্রী পাইয়াছেন। জটু বাবুকে আমরা এই বলিয়া সান্ত্বনা দিই, সে কাল আর নাই যে, স্বামীর আজ্ঞায় বা শাসনে "সীতার বনবাস" হইল, সীতা বিনা বাক্যব্যয়ে গর্ভাবস্থায় কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া বনগমন করিলেন। জটু বাবু "কম্‌লী" ছাড়িতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু "কম্‌লী" যে নাছোড়বান্দা। যেহেতু তাহার মনে এ বিশ্বাস আছে যে বিবাহ=বি পূর্ব্বক বহ্ ধাতু ঘঞ্।

বঙ্গীয় সুবর্ণ-বণিক-সম্মিলন।

—০—

গত ৯ই ও ১০ই পৌষ জঙ্গিপুর (রঘুনাথগঞ্জে) শ্রীযুক্তা নিত্যকালী দাসী জমিদার মহাশয়ার বাটীতে বঙ্গীয় সুবর্ণ বণিক সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল নানা দেশ হইতে প্রায় ত্রিশতাধিক সুবর্ণ বণিক একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। গনকর ও জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনের একটী সেতু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অনেক সভ্য আসিতে পারেন নাই। ৯ই পৌষ সোমবার বেলা ১টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বহরমপুর নিবাসী অবসর প্রাপ্ত সব জজ শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ সেন বি, এল, মহোদয়ের সভাপতির আসন গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু তিনি (কি কারণে জানিনা) সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহোদয় সভাপতির অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের কার্য্য গোকুলচাঁদই সম্পন্ন করিলেন। নাট মন্দিরে যে সকল যুগমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল কিনা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

সভায় যথারীতি আবাহন সঙ্গীত, মঙ্গলাচরণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে বর্ত্তমান মহাসমরে বৃটিশ সম্রাটের বিজয় কামনা করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইয়াছিল।

১। বিভিন্ন শ্রেণীর সুবর্ণ বণিকগণের মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহার গত পভেদ দূরীকরণ ও বৈবাহিক আদান প্রদান দ্বারা একতা সংস্থাপন।

২। বিবাহ ব্যাপারে পণপ্রথা ও বাহ্যাড়ম্বর বর্জ্জন।

৩। জাতীয় উন্নতি সাধনার্থ বালকবালিকাগণের মধ্যে সাধারণ ও শিল্প শিক্ষা বিস্তার এবং দরিদ্র ছাত্রগণের উচ্চ শিক্ষার সহায়তা কল্পে একটী সাধারণ ধন ভাণ্ডার স্থাপন।

৪। ধর্ম্মানুষ্ঠান সৌকর্য্যার্থ পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্র শিক্ষা বিস্তার।

এতদ্ব্যতীত বহরমপুরের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সেন এম, এ, বি, এল, মহাশয় জনৈক রাজার বিগ্রহ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব করেন, কিন্তু ইহা আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া পরিবর্জ্জিত হয়।

পরদিন ১০ই পৌষ মঙ্গলবার বেলা ১টার সময় পুনরায় সভা বসে।

এ দিনের প্রস্তাবগুলি এই—

১। সুবর্ণ বণিক জাতি মধ্যে বৈশ্যজনোচিত বণিক বৃত্তির প্রসার উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন ও যৌথ কারবারাদির প্রবর্ত্তন।

২। বঙ্গীয় সুবর্ণ বণিক সম্মিলনীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ কলিকাতা সুবর্ণ বণিক সমাজ ও বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলা সমিতি হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটী কেন্দ্র সমিতি গঠনের ভার অর্পণ। শেষোক্ত প্রস্তাবকালে শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত এম, এ, মহাশয় বলেন যে বৎসর বৎসর এই মহাসম্মিলনীকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন এইরূপ লোক অতি বিরল তজ্জন্য পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য যে সকল সভ্য যাইবেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট কিছু কিছু চাঁদা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক। এ প্রস্তাবটি সমর্থিত হয় নাই।

দরিদ্র বালকগণের শিক্ষা বিধানার্থ ধন ভাণ্ডার স্থাপন প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত হয়। তাহাতে কান্দীর উকীল শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ধর বি, এল, মহোদয় ১০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎপরে আরও কতিপয় মহাত্মা কিছু কিছু দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উক্ত স্বজাতীয় দরিদ্র ছাত্রগণের শিক্ষা প্রসঙ্গে অরঙ্গাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দত্ত শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয়ের পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন যে তিনি (?) যে চল্লিশটী ছাত্রকে অন্ন দান করেন, অতঃপর তাহাতে ২০ জন সুবর্ণ বণিক ছাত্র গৃহীত হইবে।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয় তাঁহার স্বভাব সুলভ সরল ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জঙ্গিপুরের প্রবীন উকিল পূজ্যপাদ ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সুবর্ণ বণিক সম্মিলনীর মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এম, এ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে এম, এ, শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস, শ্রীযুক্ত হরলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সেন এম-এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত নীলরতন বড়াল বি, এল, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র, শ্রীযুক্ত সাক্ষীগোপাল বড়াল, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত ভজহরি নাথ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ধর বি, এল, প্রভৃত ব্যক্তিগণ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সভার প্রস্তাবগুলি অতি মহান্। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, এই অতিপ্ত দেশের অধিকাংশ সভা সমিতির বক্তৃতা ও প্রস্তাবগুলি জলবুদ্বুদের মত সভাস্থলে উত্থিত হইয়া সভাস্থলেই বিলীন হইয়া যায়। আমরা অধুনা সকলের মুখে কেবল বক্তৃতার সমালোচনা শুনিতে পাইতেছি। অমুক বাবু Grand speech দিয়েছেন" এই বুলিই এখন সকলের মুখে। কিন্তু বক্তৃতানুযায়ী কার্য্য যে কতদূর করিবেন,—তাহার অনুমাত্রও আভাস পাইতেছি না। আমরা বালক ভলাণ্টিয়ারগণকে শতমুখে ধন্যবাদ করিতেছি। তাঁহারা নাম জাহির করিবার জন্য বক্তৃতার বান ডাকান নাই। তাঁহারা আমাদিগকে কিছু শোনান নাই,—পরন্তু একটি মহত্বের উজ্জ্বলতম আদর্শ আমাদের নয়ন সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাই, আজ নেতৃবৃন্দকে এই বালকবৃন্দের কর্ম্মতৎপরতা ও প্রাণগত সাধনার অনুকরণ করিতে একান্ত অনুরোধ করি। কারণ যাহা বক্তৃতা-গত তাহা শুধু সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে মাত্র;—যাহা প্রাণগত তাহা চিরদিনের জন্য "অক্ষয় বটের" মত দৃঢ় সংবদ্ধ থাকিয়া সগৌরবে স্বীয় স্থায়িত্বের অমর পরিচয় প্রদান করে।

ক্ষুদ্রের নিবেদন।

—০—

(গৃহস্থ হইতে)

(৩)

রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করিতেছি ভূমিও কি সেইরূপ ভোগ করিবার অধিকারী আমরা নহি?

কিন্তু তোমরা কোনও রূপে প্রবল হইয়া "শক্তি পরেষাং পরি পীড়নায়' এই নীতি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র আমাদের হাত হইতে ভূমির স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া নিজেরা ভূস্বামী হইয়াছ। এই নয় কি?

যদি তোমাদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত না হইত তাহা হইলে এই রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতির সুবিধা বিনা শুল্কে ভোগ করিবার অধিকারও কোনকালে তোমরা আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে এবং এখন যেমন জমি জমা খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা হারের খাজানাতে বন্দোবস্ত করিতেছে, রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ভোগের বেলাতেও সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতে তাহাতে সন্দেহ আছে কি? কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তোমাদের বিজ্ঞান চাতুর্য্যের এমন কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পার নাই বলিয়াই আমাদের ভাগ্যে এগুলি এখনও জুটিতেছে!

তোমরা সভ্যতার অভিমানে আমাদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতে পার না—আমরা গো মেষ মহিষাদির ন্যায় তোমাদের আরাম ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। ইহা বলিয়া গর্ব্ব করিতেও তোমরা ত্রুটি কর না! কিন্তু তোমাদের ঐ সভ্যতার মূল্য কি! যে সভ্যতাতে দুর্ব্বল কেবলই পীড়িত হইতে থাকে যে সভ্যতা ক্ষুদ্রকে ঘৃণা, উপেক্ষা, উপহাস করিতে শিক্ষা দেয় সে সভ্যতা কি প্রকৃত উন্নতি সাধনের উপযুক্ত! কেবল পোষাক পরিচ্ছদই কি সভ্যতার পরিমাপক? না হৃদয়ের সঙ্গে তাহার কোন যোগ আছে?

তোমাদের স্বচ্ছন্দতার জন্য আমরা কি না করিতেছি? তোমরা ভূস্বামীতে ভূস্বামীতে বিবাদ করিতেছ; লাঠিয়ালরূপে আমরা এই ক্ষুদ্রেরা অকাতরে তোমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছি! ন্যায় অন্যায় কোন দিকে দৃষ্টি করিতেছি না কারণ আমরা তোমাদের মত নিমকহারাম নহি।

আমরা এইরূপে নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তোমাদের মহত্ব স্থির রাখিতেছি কিন্তু তাতে আমাদের কি? ভূমি তোমার করায়ত্ত, সম্পত্তি তোমারই মুষ্টির মধ্যে, দেশও তোমারই? দেশের মধ্যেইবা আমার কি? আমরা "যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মত" তোমাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন বা ষষ্ঠীর প্রহার প্রত্যাশায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকি বইত নয়? তোমরা ছলে বলে কৌশলে নানারূপে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া গায়ের জোরে ভূস্বামী হইয়া পড়িয়াছ এবং আমাদের উপর সেই জোরেই প্রভুত্ব খাটাইতেছ, পীড়ন করিতেছ! কারণ বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্যের প্রয়োজন খাদ্যের প্রয়োজন হইলেই ভূমির প্রয়োজন, সে ভূমি তোমাদের হাতের মধ্যে! যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবে সেই পাইবে, যাহার প্রতি নিগ্রহ করিবে তাহার ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিয়া দিবে! সেই জন্যই বাধ্য হইয়া তোমার মুখের দিকে না তাকাইয়া আমার উপায় নাই। তোমাদের যত জমিদারী যত রাজ্য সবই এই দস্যুবৃত্তি হইতে উদ্ভূত! জমিদারগণের বংশাবলী আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া দেখ সর্ব্বত্রই এই ডাকাতি, এই দস্যুবৃত্তির ইতিহাসই তাহার ভিত্তি। এ জগতে যত কোটী লোক বাস করে তাহার অনুপাতে পোনের আনা উনিশ গণ্ডা লোকের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া এই এক গণ্ডা লোক এই জমিদারী রাজাগিরি ফলাইতেছে—নয় কি?

সৃষ্টিকর্ত্তাই ভূমির সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই মালিক, তবে তুমি তাহা হইতে আমাদের বঞ্চিত করিবার কে?

ক্রমশঃ।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

ফটো! ফটো!!

যথাসম্ভব সুবিধা দরে পাইবেন—

এই আক্রার বাজারে

সস্তার চূড়ান্ত।

ওরিজিন্যাল কপি—

সাইজ	পি, ও, পি।	ব্রোমাইড
ফুল	৫৲	৬৲
হাফ্ (কেবিনেট)	২॥০	৩৲
কার্ড	১।০	১॥০

অতিরিক্ত প্রত্যেক কপির সাইজ অনুসারে পি, ও, পি যথাক্রমে ১৲, ॥০ ও ।০ এবং ব্রোমাইড ২৲, ১৲ ও ॥০ আনায় দিব।

শেষ খুবাজী এণ্ডকে।

সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝতে পারবেন। বিশেষত ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল

রঘুনাথগঞ্জ।

রঘুনাথগঞ্জ হোমিওপাথিক হল।

এখানে সুলভে হোমিওপ্যাথিক মতে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়। গরীব লোকের সম্বন্ধে ভিসিট ও ঔষধের মূল্য বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া লওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র ধর।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়।

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

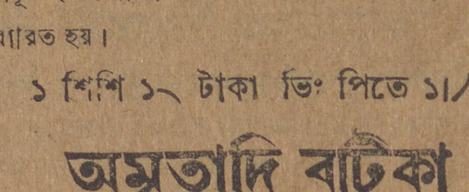

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲. ভিঃ পিতে ২৷৵০

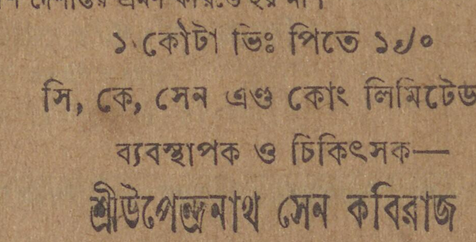

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কি চান?

কাপড়, বাসন, চাঁদী, সোণা, গিনি সবই আছে।

আমরা বিলাতী, দেশী, মিলের ও তাঁতের যাবতীয় সুতী কাপড়, মির্জ্জাপুর, শিবগঞ্জ, বালুচর, ইসলামপুর প্রভৃতি স্থানের রেশমী ও মটকা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়াছি। বোম্বাই ও পাশী সাড়া বিক্রয়ার্থ রাখি। যাবতীয় পশমী শীতবস্ত্র সর্ব্বদা পাইবেন।

খাগড়া, দাঁইহাট, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের সুন্দর সুন্দর বাসন মজুত রাখিয়াছি। বিবাহের দান ও শ্রাদ্ধাদির যোড়শ জন্য সর্ব্বদা সকল রকম বাসন ও আবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্য খুব বেশী দামী হইতে সুবিধাদরের সরবরাহ করিয়া থাকি। অপছন্দ হইলে ফেরত লইয়া পছন্দসই মাল দেওয়া হয়।

বিনীত—বুধসিং বোথরা

রঘুনাথগঞ্জ।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ ;
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;

চরক সংহিতা।

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক। ১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে.
শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটী
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ)।

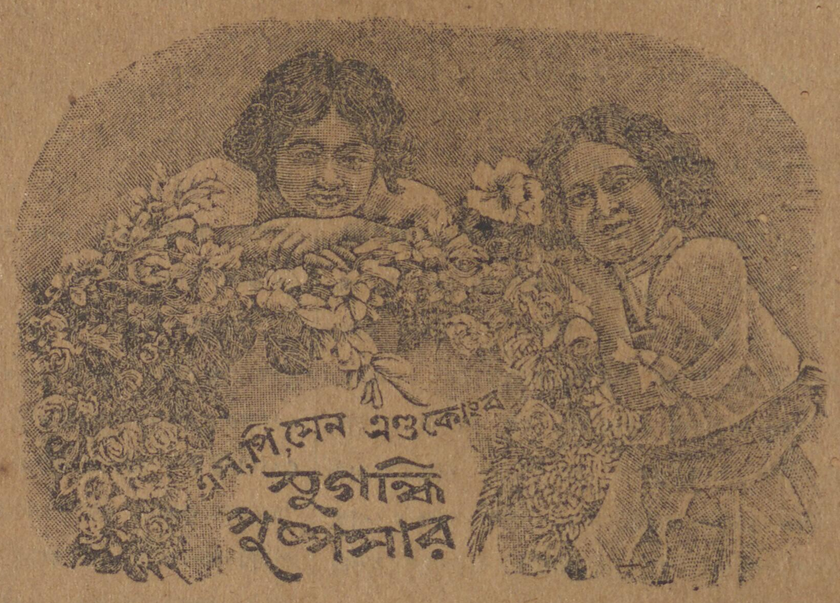

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনী গণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা। ৵৹ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন, চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রব সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

প্রমেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণা

সবই দূরে যাইবে। স্রাব, স্ফীত, প্রদাহ, মূত্রত্যাগকালে বিজাতীয় যাতনা প্রভৃতি সবই প্রশমিত হইবে। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের "গণোকিল" ব্যবহার করুন। অসংখ্য রোগী ইহার সহায়তায় গোপনে রোগমুক্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদ দিয়াছেন। কেন আপনি বৃথা রোগকষ্ট ভোগ করেন? রোগের অবস্থা লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। অর্ডার পাইলেই আমরা "গণোকিল" পাঠাইয়া দিব। এক শিশির মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

স্বদেশ গৌরব এসেন্স।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর।

সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

মল্লিকা।—বেলা-যুথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

যূথিকা।—আমাদের ঘরের যুথিকাই বিলাতী সাজে 'জেস্‌মিন্' হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

মস্ক্ জেসমিন।—মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ৷৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৴৹ পাঁচ আনা।

মিল্ক্ অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৴৹ পাঁচ আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্,
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা